তীব্র অভাব অনটন-অসহায়তা-জীবন ঘিরে অনিশ্চয়তা

সাধারণ মানুষকে ডেরামুখী করেছে

হরিয়ানার সিরসার 'ডেরা সচ্চা সৌদা'র মতো প্রতিষ্ঠানটির কুখ্যাত সমাজবিরোধী আখড়ায় অধঃপতিত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এস ইউ সি আই (সি) হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান।

তিনি বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে কুমারী মেয়েদের ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ ঘটেছে, রাজ্যের পূর্বতন কোনও সরকারই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি বলেন, আদালতে ধর্ষক গুরুর বিচারের সময় গুরুর অন্ধবাহিনী হামলা চালিয়ে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, তা বন্ধে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার কারণ এই নয় যে, তারা তা জানত না, বরং এ ঘটনা ডেরার প্রধান, স্বঘোষিত এই গডম্যানের কাছে পুলিশ, প্রশাসনের উচ্চস্তরের কর্তা তথা গোটা প্রশাসনকে বন্ধক রাখারই পরিণাম।

হরিয়ানা সরকার নিজেও আইনের চোখে ধুলো দিয়েছে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের রায়কে ধূর্ততার সাথে অগ্রাহ্য করে সরকার নিষ্ক্রিয় থেকেছে। সরকার সময় মতো ব্যবস্থা নিলে এতগুলি মানুষের মৃত্যু হত না, সম্পত্তি নষ্ট হত না।

তিনি বলেন, সরকার প্রশাসন এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার দাবি জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি) হরিয়ানা রাজ্য কমিটি। আরও দাবি জানানো হয়েছে, পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে গোটা দুর্নীতির তদন্ত করা হোক।

কমরেড সত্যবান বলেন, সকলেরই জানা, বিজেপি শাসন মানুষ-সমাজ-নিরাপত্তা ও মর্যাদার পক্ষে যত উদ্বেগজনক হোক না কেন, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই ডেরাগুরুর ফতোয়া আদায় করতে সমর্থ হয়েছে, যেখানে গুরু তার লক্ষ লক্ষ ভক্তকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন বিজেপিকে ভোট দেওয়া হয়। এটা খুবই উদ্বেগজনক।

দুই তরুণী সাধ্বীকে ধর্ষণের মামলায় সমস্ত হুমকি উপেক্ষা করে কোর্টের এই প্রশংসনীয় রায় এবং অপরাধী ডেরাগুরুকে জেলে পোরার মধ্য দিয়েই সমাজে ঘনীভূত বিপদমেঘ কেটে গেল তা বলা যাবে না। ডেরা মাফিয়া-দের সংগঠিত শক্তি এবং এই বিশেষ মানসিক ধাঁচা আজও পুরোপুরি বিদ্যমান। ডেরা মাফিয়াচক্র যে একটা বিশাল অংশের সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারল তার নেপথ্যে রয়েছে তীব্র অভাব-অনটন, অসহায়তা এবং জীবন ঘিরে এক মারাত্মক অনিশ্চয়তা। এই মানুষগুলোকে যে ভাবে যুক্তিবোধহীন অন্ধ উগ্র রোবটে পরিণত করা হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক, দুঃখজনক।

ধর্মগুরুর সাথে রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে যতদিন না রাষ্ট্র এবং সমাজ সোচ্চার হচ্ছে, যতদিন না ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের আবহে গডম্যানদের প্রতি ভক্তদের অখণ্ড শ্রদ্ধাভক্তিকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ আহরণ বন্ধ হচ্ছে ততদিন এসব বন্ধ হবে না, 'আচ্ছে দিনে'র স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সমাজের মধ্যে যুক্তিবাদের চর্চা, যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলা, বিজ্ঞানসম্মত ধ্যানধারণা এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের যা প্রগতিমূলক তাকে যথাযথ মূল্য দিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবা রাও ফুলে প্রমুখ ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের মহান মনীষীরা, সে-পথেই এগোতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি প্রতিটি মানুষের কাছে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার ভিত্তিতে নিজ নিজ ভূমিকা পালনের দাবি জানাচ্ছে। এই সংগ্রামে এস ইউ সি আই (সি) তার ভূমিকা আরও বেশি করে পালনের অঙ্গীকার পুনরায় ঘোষণা করছে।

জোড়া খুনের মামলাতেও ডেরা গুরুর শাস্তি চাই

এ আই এম এস এস

হরিয়ানার ‘ডেরা সচ্চা সৌদায়’ দুই সাধ্বীকে ধর্ষণের দায়ে সিবিআই স্পেশাল কোর্ট ডেরাগুরু গুরমিত সিংকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৩০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের যে রায় দিয়েছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন তাকে স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড কেয়া দে ২৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে জানান, আরও দু’টি খুনের মামলা গুরুজির বিরুদ্ধে রয়েছে। সেক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের সাথে ডেরা মাফিয়াদের অশুভ চক্রের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষ, বিশেষভাবে নারী সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, এই ‘গুরুবাবার’ শরণ থেকে নিজেদের মুক্ত করুন। সম্মানের ভিত্তিতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসুন। হরিয়ানা সহ গোটা দেশেই এই ধরণের অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুন।